

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১১, ২০০১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১১ই এপ্রিল, ২০০১/২৮শে চৈত্র, ১৪০৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ই এপ্রিল, ২০০১ (২৮শে চৈত্র, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০০১ সনের ১৬নং আইন

অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অর্পিত সম্পত্তি" অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সরকারে ন্যস্ত সম্পত্তি;

(খ) "অর্পিত সম্পত্তি আইন" অর্থ—

(অ) Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 1965) (যাহা ১৬/০২/১৯৬৯ ইং তারিখ পর্যন্ত কার্যকর ছিল);

(১৩০১)

মূল্য : টাকা ৪.০০

- (আ) উক্ত Ordinance No. XXIII of 1965 এর অধীনে প্রণীত Defence of Pakistan Rules, 1965 এবং উক্ত Rules এর অধীন প্রদত্ত আদেশের যতটুকু দফা (উ)তে উল্লেখিত Act বলে হেফাজতকৃত;
- (ই) Enemy Property (Continuance of Emergency Provision) Ordinance, 1969 (Ord. No. 1 of 1969) (যাহা Act XLV of 1974 দ্বারা রহিত);
- (ঈ) Bangladesh (Vesting of Property and Assets) Order, 1972 (P.O. No. 29 of 1972) এর যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)-তে উল্লেখিত Ordinance এবং Rules এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়;
- (উ) Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 (XLV of 1974); এবং
- (ঊ) Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 1974 (XLVI of 1974) (যাহা Ord. No. XCII of 1976 দ্বারা রহিত) এর যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)-তে উল্লেখিত Ordinance এবং Rules এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়;
- (গ) "অস্থায়ী ইজারা" অর্থ, অকৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসরের কম মেয়াদী ইজারা এবং কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসরের কম মেয়াদী ইজারা;
- (ঘ) "আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীনে স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল;
- (ঙ) "জেলা প্রশাসক" বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত;
- (চ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ১৬ এর অধীনে স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল;
- (ছ) "ডিক্রী" অর্থ ধারা ১০(৮) এর অধীনে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বা ধারা ১৮(৬) এর অধীনে আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রী;
- (জ) "তত্ত্বাবধায়ক" অর্থ অর্পিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীন নিযুক্ত Custodian, Additional Custodian, Deputy Custodian বা Assistant Custodian;
- (ঝ) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);
- (ঞ) "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি" অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এইরূপ সম্পত্তির মধ্যে—
- (অ) যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল; বা
- (আ) যাহা "প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি" অর্থাৎ দেবোত্তর সম্পত্তি, মঠ, শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি উদ্যোগে স্ট্রুট ট্রাস্ট সম্পত্তি এবং যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল;

ব্যাখ্যা—ধারা ৬ এর দফা (ক) হইতে (চ) তে উল্লেখিত কোন সম্পত্তি উক্তরূপ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে না—তবে উক্ত ধারা দফা (চ) এর শর্তাংশে উল্লেখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

- (ট) "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" অর্থ ধারা ৯ এর অধীনে প্রকাশিত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা;
- (ঠ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;
- (ড) "মালিক" অর্থ যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী, বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (successor-in-interest), যদি উক্ত মূল মালিক, উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (successor-in-interest) অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন;
- (ঢ) অর্পিত সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, "সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে" অর্থ সরকারের সরাসরি দখলে বা সরকার প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারা বা ভাড়া বা অনুমতিসূত্রে সরকারের পরোক্ষ দখলে বা নিয়ন্ত্রণে, বা এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বা তৎপূর্বে উক্তরূপ অস্থায়ী ইজারা, ভাড়া বা অনুমতির মেয়াদ শেষ হইয়া থাকিলে উহার নবায়ন হইয়া থাকুক বা না থাকুক উক্ত সম্পত্তি;
- (ণ) "স্থায়ী ইজারা" বলিতে নিম্নবর্ণিত ইজারা অন্তর্ভুক্ত—
- (অ) ৯৯ (নিরানব্বই) বৎসর মেয়াদী ইজারা;
- (আ) অকৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসর মেয়াদী বা তদূর্ধ্ব মেয়াদী ইজারা যাহা Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 (E. B. Act XXIII of 1949) এর section 8 এর অধীনে উক্ত মেয়াদের পর স্থায়ী ইজারায় রূপান্তরিত হয়; এবং
- (ই) কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদী এমন ইজারা যাহা সংশ্লিষ্ট ইজারা দলিলবলে উক্ত মেয়াদ শেষে স্থায়ী ইজারায় রূপান্তরিত হয়।

৩। আইনের প্রাধান্য।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। দেওয়ানী কার্যবিধির সীমিত প্রয়োগ।—এই আইনের অধীন কোন কার্যধারায় দেওয়ানী কার্যবিধির নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী ব্যতীত অন্য কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ—

- (ক) এই আইনে বা বিধিতে কোন বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির কোন বিধান যতটুকু প্রযোজ্য মর্মে বিধান করা হয় ততটুকু; এবং
- (খ) উক্ত কার্যবিধির ১১ ধারা।

৫। মালিক, প্রমুখের নিকট প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ এবং ইহার ফলাফল।—(১) এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি উহার মালিকের নিকট বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি ধারা ১৫ অনুসারে সেবায়িত বা মোহস্ত বা

পরিচালনা কমিটির নিকট, প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, প্রত্যর্পণ করা হইবে; এবং উক্তরূপে প্রত্যর্পিত সম্পত্তির উপর সরকারের স্বত্ব, স্বার্থ, অধিকার ও সকল দায়-দায়িত্ব বিলুপ্ত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তিতে সরকার বা সরকারের অনুমোদিত দখলদার সরকারের অনুমতিসহ কোন স্থাপনা নির্মাণ করিয়া থাকিলে বা উহাতে কোন অস্থাবর (movable) সম্পত্তি থাকিলে সরকার বা ক্ষেত্রমত উক্ত দখলদার তাহা সরাইয়া লইতে পারিবেন।

(২) কোন অর্পিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উক্ত সম্পত্তির বিপরীতে জমা থাকা ক্ষতিপূরণের টাকা উহার মালিককে এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রদান করা হইবে।

(৩) এই আইনের অধীনে কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি কৃষি ভূমি হইলে উহা প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে Land Reforms Ordinance, 1984 (X of 1984) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৬। কতিপয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ।—প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না, যথা :—

- (ক) কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি নহে মর্মে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যথাযথ আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া থাকিলে সেই সম্পত্তি;
- (খ) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময় তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইয়াছে এরূপ কোন সম্পত্তি;
- (গ) সরকার কর্তৃক কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন সংগঠন বা কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত বা স্থায়ী ইজারা প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি;
- (ঘ) কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট ন্যস্ত এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাধীন সকল সম্পদ এবং এইরূপ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠান বা উহার আওতাধীন সম্পদ বা উহার কোন অংশবিশেষ হস্তান্তর করিয়া থাকিলে সেই হস্তান্তরিত সম্পত্তি;
- (ঙ) এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা কোন কোম্পানীর শেয়ার বা অন্য কোন প্রকারের সিকিউরিটি;
- (চ) জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কোন অর্পিত সম্পত্তি :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা থাকিলে উক্ত সম্পত্তির অধিগ্রহণ-পূর্ব মালিককে বা তাহার উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ এই আইনের বিধান অনুসারে প্রদান করা হইবে যদি উক্ত মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন।

৭। প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দাবীতে নূতন মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন নিষিদ্ধ।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে মর্মে বা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি নহে মর্মে কোন আদালতে মামলা দায়ের করিতে বা এইরূপ সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য তত্ত্বাবধায়কের নিকট কোন দাবী উত্থাপন করিতে বা উহার ব্যাপারে নামজারীর জন্য কোন রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট কোন আবেদন করিতে পারিবেন না।

(২) এইরূপ মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন বা আবেদন করা হইলে আদালত বা ক্ষেত্রমত তত্ত্বাবধায়ক উক্ত দাবী বা রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত আবেদন সরাসরি নাকচ করিবেন।

৮। প্রত্যর্পণের পূর্বে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ।—এই আইন বলবৎ হওয়ার পরে ধারা ১১(৫) অনুযায়ী প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা উহা প্রত্যর্পণ পাওয়ার অধিকার বা উহাতে অন্য কোন অধিকার বিক্রয় বা দান করিতে বা বন্ধক রাখিতে বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে না এবং তাহা করিলেও উক্ত বিক্রয়, দান, বন্ধক অন্যবিধ হস্তান্তর ফলবিহীন (Void) হইবে।

৯। প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ।—(১) এই আইন বলবৎ হওয়ার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে সরকার এই ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির জেলা-ওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রকাশ করিবে।

(২) উক্ত তালিকায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকিবে, যথাঃ—

(ক) মৌজা-ওয়ারী প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (যেমনঃ—উক্ত সম্পত্তির প্রকৃতি, উক্ত সম্পত্তি জমি হইলে খতিয়ান নম্বর (সাবেক ও হাল) ও দাগ নম্বর (সাবেক ও হাল), পরিমাণ, ইত্যাদি);

(খ) অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নথিতে তালিকাভুক্তির তারিখসহ সরকার কর্তৃক উহার দখল বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের তারিখ।

(৩) প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ব্যাপারে উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) জনস্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা থাকিলে উপ-ধারা (২) অনুসারে উক্ত সম্পত্তির বিবরণ, অধিগ্রহণের তারিখ এবং জমাকৃত অর্থের পরিমাণ উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) উক্ত তালিকা প্রকাশের সংগে সংগে সরকার—

(ক) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এতদবিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে;

(খ) প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উক্ত তালিকার পর্যাপ্ত কপি সরবরাহ করিবে, যাহাতে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি উহার নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারেন।

(৬) এই ধারার অধীনে প্রকাশিত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহাতে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে সরকারের কোন স্বত্ত্ব, স্বার্থ, অধিকার বা দায়-দায়িত্ব থাকিবে না।

১০। প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির আবেদন, রেজিষ্ট্রি, রায় ও রায়ের অনুলিপি।—(১) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির মালিক উক্ত সম্পত্তি তাহার অনুকূলে প্রত্যর্পণের জন্য, উক্ত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনের সহিত তাহার দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন।

(২) ধারা ৯(৪) অনুযায়ী উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের দাবীদার উপ-ধারা (১) অনুসারে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিবেন এবং আবেদনের সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন; তবে এই আবেদনে তিনি জমাকৃত অর্থ বাবদ কোন সুদ দাবী করিতে পারিবেন না বা এইরূপ সুদ পাওয়ার অধিকারীও হইবেন না।

(৩) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না, বরং উহা প্রত্যর্পণের জন্য ১৫ ধারা অনুযায়ী উক্ত ধারায় উল্লেখিত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং কোন ব্যক্তি দাবী করেন যে, ধারা ৬ অনুসারে উক্ত সম্পত্তি উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত তালিকা হইতে উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (৪) এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় ধারা ৬ তে উল্লেখিত কোন সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবান ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

(৫) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপিত সকল আবেদন একটি স্বতন্ত্র রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য আবেদন করা হয় উহার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট আবেদন বা আবেদনসমূহকে নম্বরযুক্ত করিয়া উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) এই ধারার অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল—

- (ক) অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আবেদন এই আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কিনা এবং আবেদনের সমর্থনে আপাতদৃষ্টে পর্যাপ্ত কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবে;
- (খ) আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হইলে সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে নোটিশ দিবে;
- (গ) উপস্থাপিত আবেদন বা আবেদনসমূহ (যদি থাকে) ও সরকারের কোন বক্তব্য থাকিলে তৎসম্পর্কে উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিবে; এবং
- (ঘ) ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় কোন বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়োজন থাকিলে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে কোন বিচার বিভাগীয় বা কোন সরকারি কর্মকর্তা বা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে এই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে এবং সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিবেচনাতে রায় প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) এই আইনের অধীনে কোন আবেদন প্রাপ্তির ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উহার রায় প্রদান করিবে।

(৮) ট্রাইব্যুনালের রায় লিখিত হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিবে ঃ—

- (ক) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ (যদি থাকে) এর দাবী এবং সরকারের বক্তব্য, যদি থাকে, এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;
- (খ) দাবীকৃত সম্পত্তি বা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উহার বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতি-পূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;
- (গ) আবেদন উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে ট্রাইব্যুনালে পেশ করা হইয়াছে কিনা;
- (ঘ) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের বা ক্ষেত্রমত উপরোক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন করা হইলে—আবেদনকারী—
 - (অ) তাহার দাবীকৃত সম্পত্তি বা ক্ষেত্রমত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মূল মালিক বা মূল মালিকের উত্তরাধিকারী বা উক্ত মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত ; এবং
 - (আ) Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুসারে অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;
- (ঙ) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন আবেদন থাকিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইবে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;
- (চ) উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তের কারণ;
- (ছ) আবেদনকৃত প্রত্যর্পণ, ক্ষতিপূরণ বা অবমুক্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্বলিত আদেশ।

(৯) এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনাল প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান বা উহাকে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া রায় প্রদান করিলে, রায় প্রদানের ৭(সাত) দিনের মধ্যে, উক্ত রায় ভিত্তিক একটি ডিক্রী প্রস্তুত করিবে।

(১০) এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনালের—

- (ক) রায় ঘোষণার অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আগ্রহী পক্ষ উক্ত রায়ের ও ডিক্রীর অনুলিপি জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং অনুলিপি সরবরাহের ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের কোন নির্দেশ (যদি থাকে) পালন সাপেক্ষে, আবেদনকারীকে ট্রাইব্যুনাল পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে।
- (খ) অন্য যে কোন আদেশের অনুলিপি জন্য যে কোন আগ্রহী পক্ষ যে কোন সময় আবেদন করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল, এইরূপ অনুলিপি ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ (যদি থাকে) পালন সাপেক্ষে, অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে।

